মন কি বাত

অধ্যায়- 7

MANN KI BAAT
VOL.7

Authors
Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Colourists
Prakash Sivan and Prajeesh V. P.

Layout Artist
Akshay Khadilkar

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-81-19596-48-5

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, November 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, November 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

প্রিয় শিশুরা,

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এই কথাটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই শুনেছ। আসলে, বিশ্ব যখন COVID-19 মহামারীর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি জয় করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, সেই সময়ে এটি কতটা সত্য আমরা সবাই জানি। কিন্তু সুস্বাস্থ্যের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। সেই সহযোগিতা তোমার পরিবার, প্রতিবেশী, ডাক্তার বা অপরিচিত ব্যক্তি, যার কাছ থেকেই আসুক না কেন, এটি তোমার জীবনের মান পরিবর্তন করতে পারে।

সঞ্জনা গোয়েল এবং তার ভাই যখন শিশু ছিলেন তখন তারা মাসকুলার ডিস্ট্রোফি রোগে ভুগছিলেন। তাদের ভাগ্যের জন্য অনুশোচনা করার পরিবর্তে, সঞ্জনার বাবা-মা তাদের সন্তানদের সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে ইতিবাচক অনুভূতি জাগিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ, সঞ্জনা পেশীবহুল ডিস্ট্রফির জন্য এশিয়ার বৃহত্তম হাসপাতাল মানব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

নিক্ষয় মিত্ররা হলেন যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্যকারী। ৪ বছর বয়সী নলিনী সিং থেকে শুরু করে উত্তরাখণ্ডের একটি গ্রামের প্রধান এবং সাধারণ মানুষ টিবি রোগীদের সহায়তা করছে এবং তাদের জীবন উন্নত করে চলেছে।

আবার কেউ কেউ আছেন যারা বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছেন এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করছেন।

এই মানুষগুলি একটি সাধারণ সুত্র মেনে চলেন, তা হল, জীবনের পথে আসা অসুবিধা এবং উপহারগুলিকে সহজে গ্রহন করা এবং যারা নানা রকম কঠিন পরিস্থিতি দিয়ে চলেছেন, তাদের সহযোগিতা করার ইচ্ছা।

এটা আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে,তোমরা জীবনে সমাজ থেকে যে সমর্থন পেয়েছ তা সমাজকে ফিরিয়ে দেওয়ার অনুপ্রেরণা নিজের মধ্যে খুঁজে পাও।

সূচিপত্র

1	মানব মন্দির	3
2	দিকর সিং মেওয়ারি	6
3	পুনম নৌটিয়াল	9
4	সঙ্কল্প 95	12
5	সরপঞ্চ বলবীর কৌর	15
6	অজিত মোহন চৌধুরী	18
7	মিলেটস কাফে	21
8	সইদুল লস্কর	23
9	নলিনী সিং	26
10	লক্ষ্মীকুট্টি	28
11	রামা সুব্বা রেড্ডি	31

মানব মন্দির

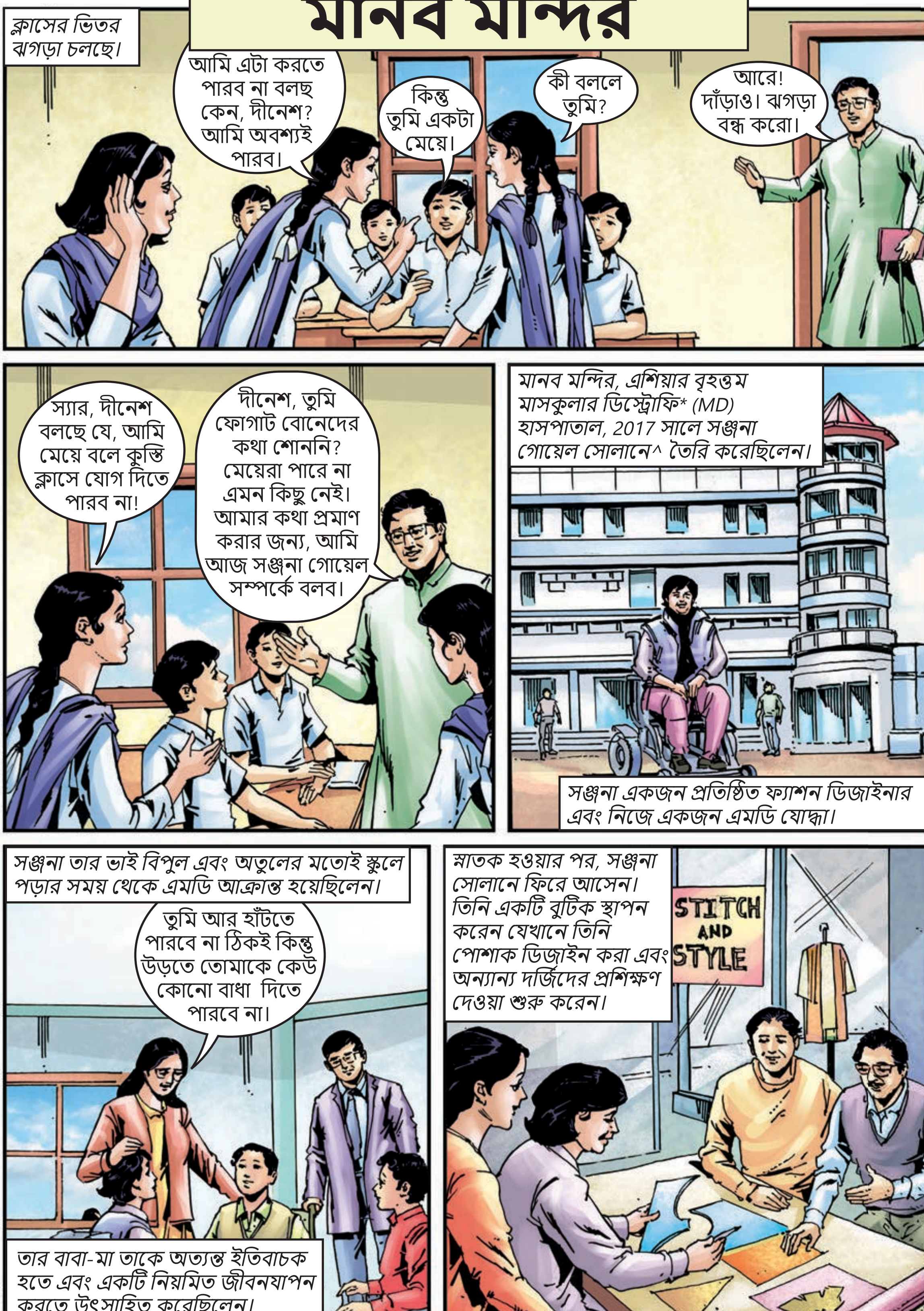

* একটি জেনেটিক রোগ যা পেশীর দুর্বলতা এবং অবক্ষয় ঘটায়।

^ হিমাচল প্রদেশে

একজন উদ্যোক্তা হওয়ার পাশাপাশি সঞ্জনা এমডি সম্পর্কে আরও সচেতনতা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।
এমডির কোন নিরাময় নেই, তবে আমরা আমাদের পরিবারের কাছ থেকে যে সমর্থন পেয়েছি তা আমাদের অনেক সাহায্য করেছে।
হ্যাঁ, বিপুল। আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে এমডি যোদ্ধা এবং তাদের পরিবারের জন্য আমাদেরও অমন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।
সমমনস্ক ব্যক্তিদের সাথে, সঞ্জনা ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ মাসকুলার ডিস্ট্রফি (IAMD) নামে একটি এনজিও স্থাপন করেন।
IAMD টিম প্রথমে হিমাচল প্রদেশে এবং তারপর ভারত জুড়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন শুরু করে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণের জন্য 2004 সালে, সঞ্জনা জাতীয় পুরস্কার জিতেছিলেন।
তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. এ.পি.জে. আবদুল কালাম তাকে অভিনন্দন জানান এবং তার অদম্য উৎসাহের প্রশংসা করেন।
তারপর-
আমরা যদি ফিজিওথেরাপি, হাইড্রোথেরাপি এবং কাউন্সেলিং এর মতো পরিষেবা শুরু করি, তাহলে কেমন হয়?
আসুন আমরা একটি জমির জন্য সরকারের কাছে আবেদন করি।
2010 সালে, সরকার তাদের পুনর্বাসন ইউনিটের জন্য জমি বরাদ্দ করে...
...এবং সেই জমির উপরে, গবেষণা কেন্দ্র, রোগ নির্ণয় এবং পুনর্বাসন সুবিধা সহ একটি 70 শয্যার হাসপাতাল, ধীরে ধীরে মানব মন্দিরে পরিণত হয়েছে।
আমি এটিকে এমন একটি জায়গা হিসাবে দেখি যা জ্ঞান, মানসিক সমর্থন এবং সমস্ত ধরণের নিরাময় দেয়!
হাসপাতালটি অনেক এমডি যোদ্ধার চাকরির ব্যবস্থাও করেছে।

চমৎকার প্রতিক্রিয়া দ্বারা উৎসাহিত হয়ে, মানব মন্দির আরো থেরাপিউটিক পরিষেবা যোগ করে চলেছে...
...যেমন হাইড্রোথেরাপি...
...ফিজিওথেরাপি...
...এবং সকলের জন্য যোগব্যায়াম।
এছাড়াও, মানব মন্দিরে অ্যাক্টিভিটি সেশন রয়েছে, যেখানে সদস্যরা গান গায়, নাচ করে, গেম খেলে...
...এবং তাজা পাহাড়ের বাতাস উপভোগ করতে তারা সতেজ পিকনিকের জন্যেও যান
তার অবিরাম প্রচেষ্টায়, সঞ্জনা এবং তার দল সামাজিক নিষেধাজ্ঞাগুলি ভেঙে দিয়েছে এবং এমডি-তে আক্রান্ত মানুষগুলিকে একটি নতুন জীবন দিয়েছে।

দিকর সিং মেওয়ারি

* একটি সংক্রামক কিন্তু নিরাময়যোগ্য রোগ
^উত্তরাখণ্ডে

** প্রধান

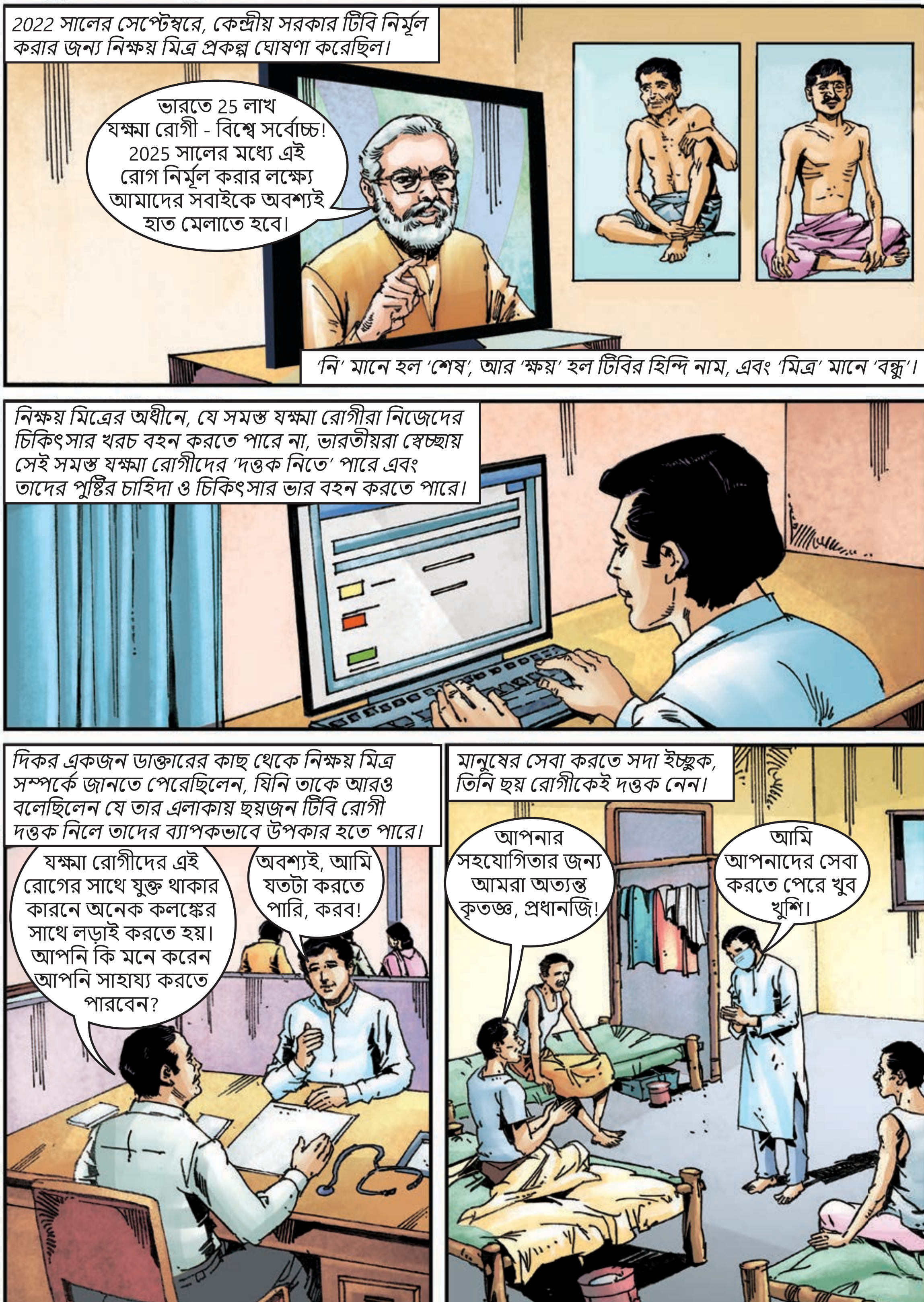
2022 সালের সেপ্টেম্বরে, কেন্দ্রীয় সরকার টিবি নির্মূল করার জন্য নিক্ষয় মিত্র প্রকল্প ঘোষণা করেছিল।
ভারতে 25 লাখ যক্ষ্মা রোগী - বিশ্বে সর্বোচ্চ! 2025 সালের মধ্যে এই রোগ নির্মূল করার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে অবশ্যই হাত মেলাতে হবে।
'নি' মানে হল 'শেষ', আর 'ক্ষয়' হল টিবির হিন্দি নাম, এবং 'মিত্র' মানে 'বন্ধু'।
নিক্ষয় মিত্রের অধীনে, যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগীরা নিজেদের চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারে না, ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় সেই সমস্ত যক্ষ্মা রোগীদের 'দত্তক নিতে' পারে এবং তাদের পুষ্টির চাহিদা ও চিকিৎসার ভার বহন করতে পারে।
দিকর একজন ডাক্তারের কাছ থেকে নিক্ষয় মিত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন, যিনি তাকে আরও বলেছিলেন যে তার এলাকায় ছয়জন টিবি রোগী দত্তক নিলে তাদের ব্যাপকভাবে উপকার হতে পারে।
যক্ষ্মা রোগীদের এই রোগের সাথে যুক্ত থাকার কারনে অনেক কলঙ্কের সাথে লড়াই করতে হয়। আপনি কি মনে করেন আপনি সাহায্য করতে পারবেন?
অবশ্যই, আমি যতটা করতে পারি, করব!
মানুষের সেবা করতে সদা ইচ্ছুক, তিনি ছয় রোগীকেই দত্তক নেন।
আপনার সহযোগিতার জন্য আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, প্রধানজি!
আমি আপনাদের সেবা করতে পেরে খুব খুশি।

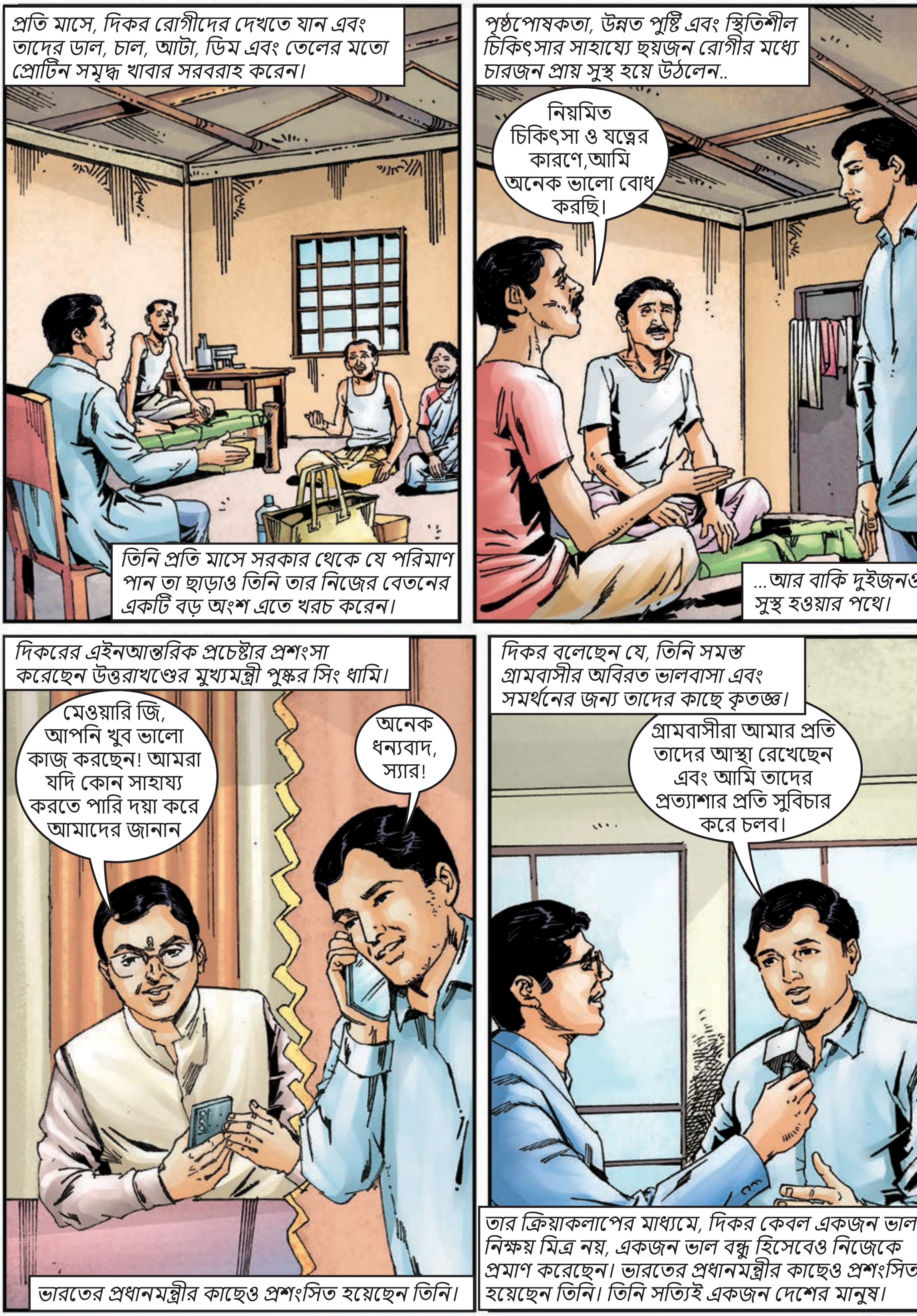
প্রতি মাসে, দিকর রোগীদের দেখতে যান এবং তাদের ডাল, চাল, আটা, ডিম এবং তেলের মতো প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করেন।
তিনি প্রতি মাসে সরকার থেকে যে পরিমাণ পান তা ছাড়াও তিনি তার নিজের বেতনের একটি বড় অংশ এতে খরচ করেন।
পৃষ্ঠপোষকতা, উন্নত পুষ্টি এবং স্থিতিশীল চিকিৎসার সাহায্যে ছয়জন রোগীর মধ্যে চারজন প্রায় সুস্থ হয়ে উঠলেন..
নিয়মিত চিকিৎসা ও যত্নের কারণে,আমি অনেক ভালো বোধ করছি।
...আর বাকি দুইজনও সুস্থ হওয়ার পথে।
দিকরের এইনআন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।
মেওয়ারি জি, আপনি খুব ভালো কাজ করছেন! আমরা যদি কোন সাহায্য করতে পারি দয়া করে আমাদের জানান
অনেক ধন্যবাদ, স্যার!
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।
দিকর বলেছেন যে, তিনি সমস্ত গ্রামবাসীর অবিরত ভালবাসা এবং সমর্থনের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।
গ্রামবাসীরা আমার প্রতি তাদের আস্থা রেখেছেন এবং আমি তাদের প্রত্যাশার প্রতি সুবিচার করে চলব।
তার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, দিকর কেবল একজন ভাল নিক্ষয় মিত্র নয়, একজন ভাল বন্ধু হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। তিনি সত্যিই একজন দেশের মানুষ।

পুনম নৌটিয়াল

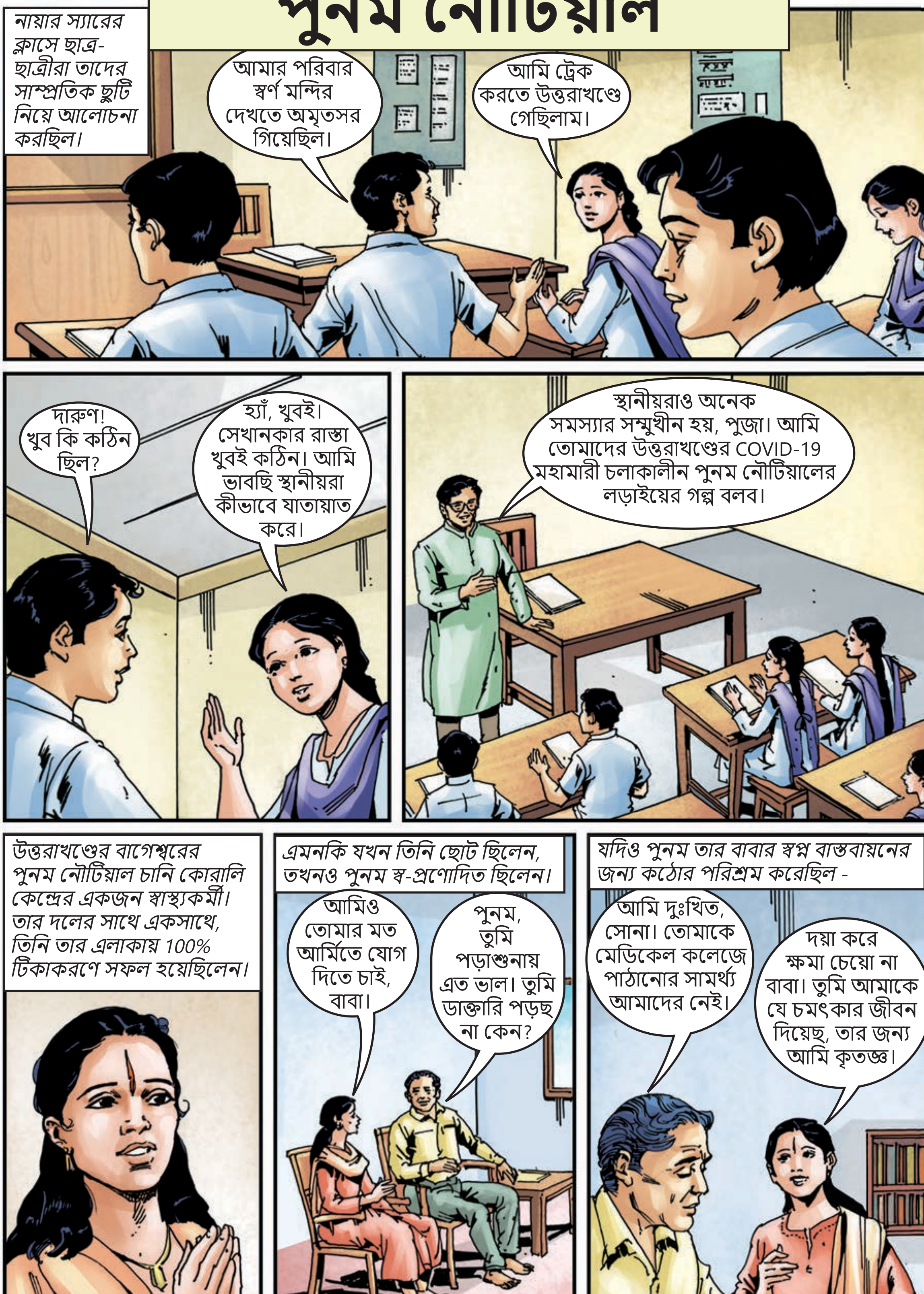
নায়ার স্যারের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সাম্প্রতিক ছুটি নিয়ে আলোচনা করছিল।
আমার পরিবার স্বর্ণ মন্দির দেখতে অমৃতসর গিয়েছিল।
আমি ট্রেক করতে উত্তরাখণ্ডে গেছিলাম।
দারুণ! খুব কি কঠিন ছিল?
হ্যাঁ, খুবই। সেখানকার রাস্তা খুবই কঠিন। আমি ভাবছি স্থানীয়রা কীভাবে যাতায়াত করে।
স্থানীয়রাও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়, পুজা। আমি তোমাদের উত্তরাখণ্ডের COVID-19 মহামারী চলাকালীন পুনম নৌটিয়ালের লড়াইয়ের গল্প বলব।
উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরের পুনম নৌটিয়াল চানি কোরালি কেন্দ্রের একজন স্বাস্থ্যকর্মী। তার দলের সাথে একসাথে, তিনি তার এলাকায় 100% টিকাকরণে সফল হয়েছিলেন।
এমনকি যখন তিনি ছোট ছিলেন, তখনও পুনম স্ব-প্রণোদিত ছিলেন।
আমিও তোমার মত আর্মিতে যোগ দিতে চাই, বাবা।
পুনম, তুমি পড়াশুনায় এত ভাল। তুমি ডাক্তারি পড়ছ না কেন?
যদিও পুনম তার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিল -
আমি দুঃখিত, সোনা। তোমাকে মেডিকেল কলেজে পাঠানোর সামর্থ্য আমাদের নেই।
দয়া করে ক্ষমা চেয়ো না বাবা। তুমি আমাকে যে চমৎকার জীবন দিয়েছ, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

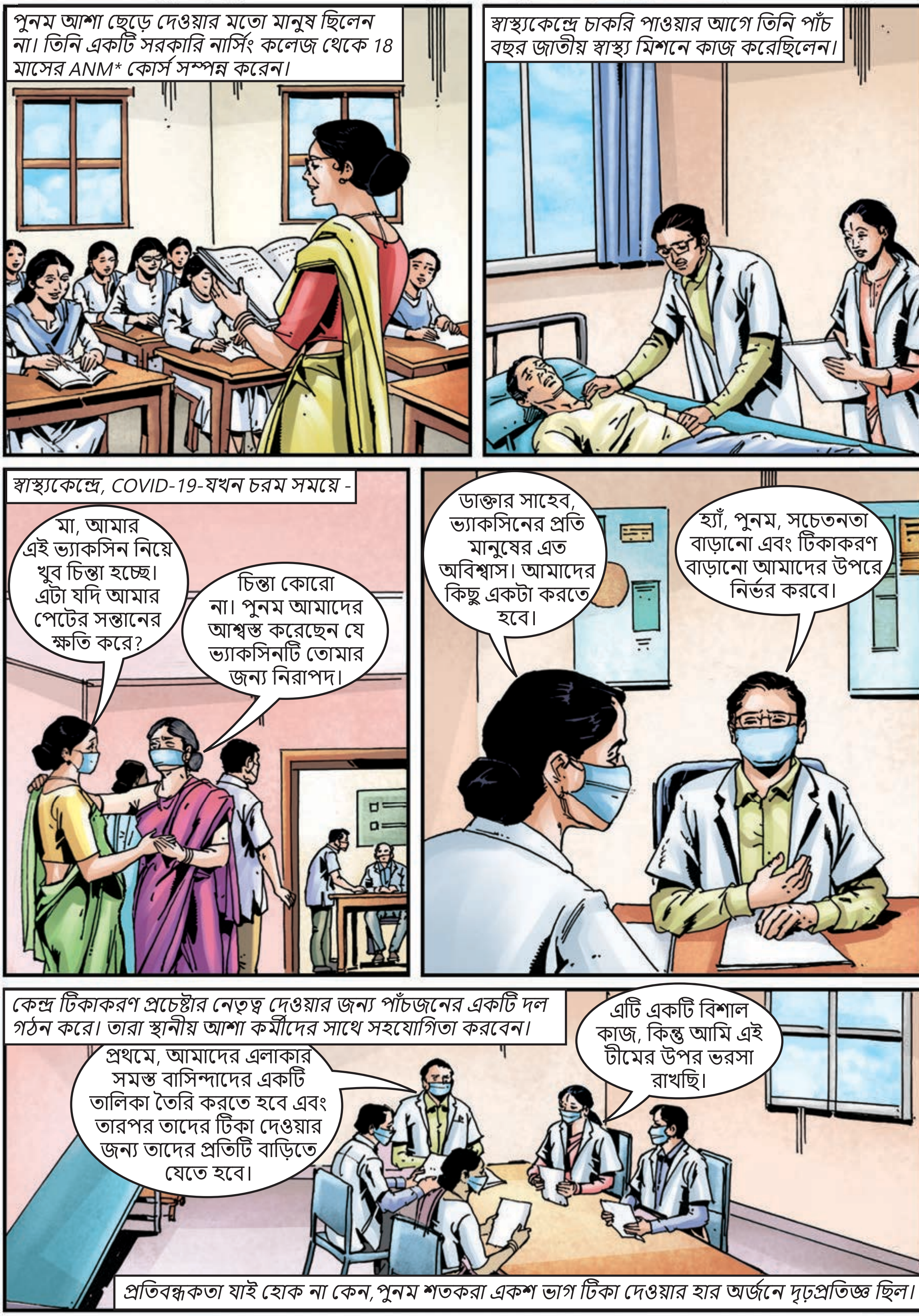

*সহায়ক নার্স ধাত্রীবিদ্যা

^স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী

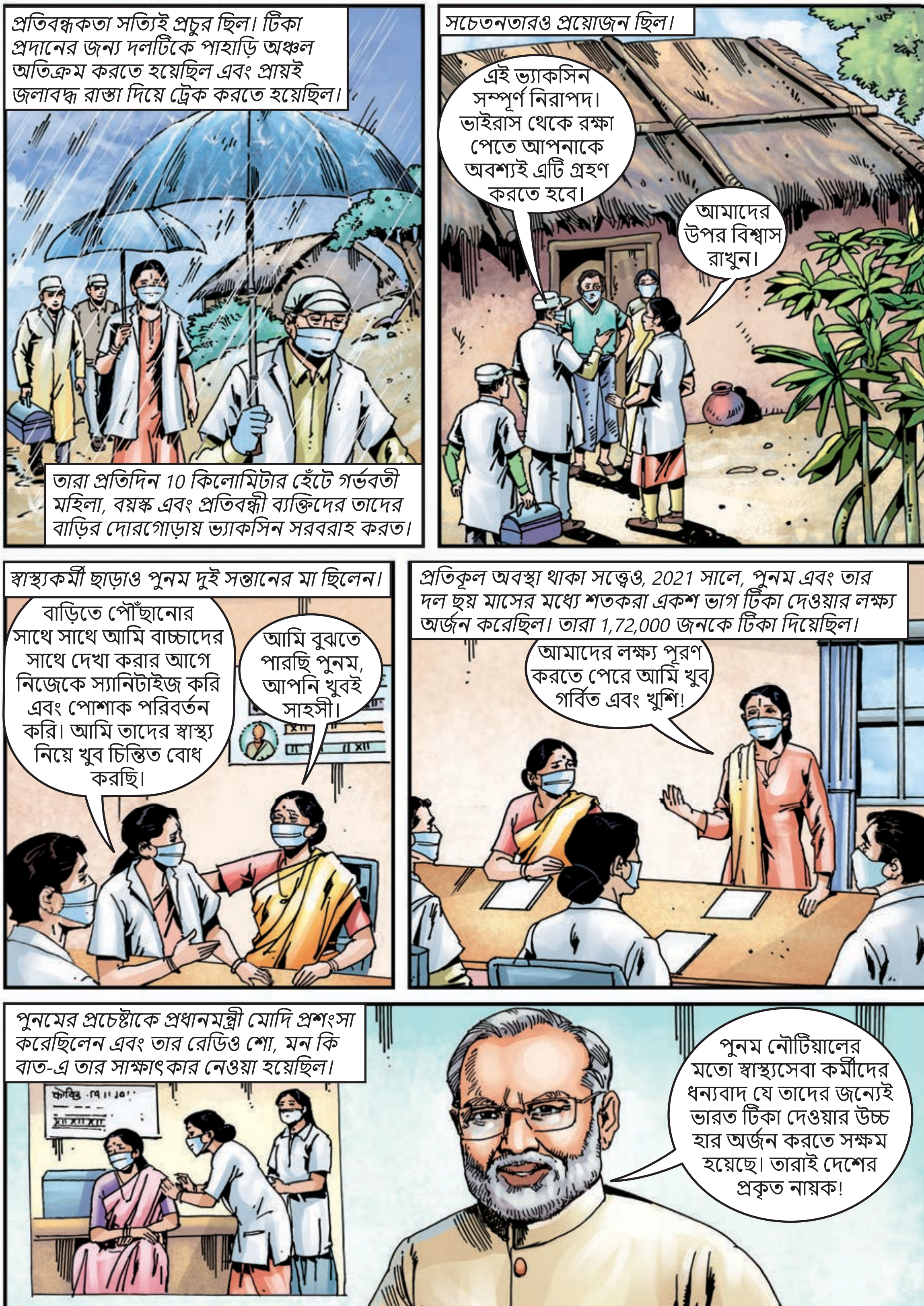
প্রতিবন্ধকতা সত্যিই প্রচুর ছিল। টিকা প্রদানের জন্য দলটিকে পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং প্রায়ই জলাবদ্ধ রাস্তা দিয়ে ট্রেক করতে হয়েছিল।
তারা প্রতিদিন 10 কিলোমিটার হেঁটে গর্ভবতী মহিলা, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তাদের বাড়ির দোরগোড়ায় ভ্যাকসিন সরবরাহ করত।
সচেতনতারও প্রয়োজন ছিল।
এই ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আপনাকে অবশ্যই এটি গ্রহণ করতে হবে।
আমাদের উপর বিশ্বাস রাখুন।
স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও পুনম দুই সন্তানের মা ছিলেন।
বাড়িতে পৌঁছানোর সাথে সাথে আমি বাচ্চাদের সাথে দেখা করার আগে নিজেকে স্যানিটাইজ করি এবং পোশাক পরিবর্তন করি। আমি তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে খুব চিন্তিত বোধ করছি।
আমি বুঝতে পারছি পুনম, আপনি খুবই সাহসী।
প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও, 2021 সালে, পুনম এবং তার দল ছয় মাসের মধ্যে শতকরা একশ ভাগ টিকা দেওয়ার লক্ষ্য অর্জন করেছিল। তারা 1,72,000 জনকে টিকা দিয়েছিল।
আমাদের লক্ষ্য পূরণ করতে পেরে আমি খুব গর্বিত এবং খুশি!
পুনমের প্রচেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রশংসা করেছিলেন এবং তার রেডিও শো, মন কি বাত-এ তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল।
পুনম নৌটিয়ালের মতো স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের ধন্যবাদ যে তাদের জন্যেই ভারত টিকা দেওয়ার উচ্চ হার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তারাই দেশের প্রকৃত নায়ক!

সঙ্কল্প 95

*elder sister

* হিন্দিতে 'দৃঢ় সংকল্প'

^বিহারের পশ্চিম চম্পারন জেলার একটি গ্রাম

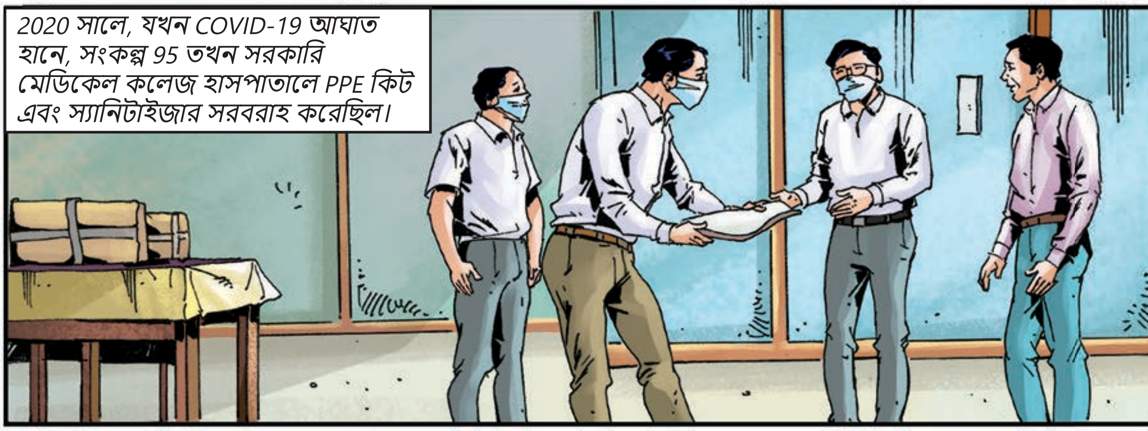
2020 সালে, যখন COVID-19 আঘাত হানে, সংকল্প 95 তখন সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে PPE কিট এবং স্যানিটাইজার সরবরাহ করেছিল।

সেই বছরের শেষের দিকে বন্যার সময়, যারা তাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছিল স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের খাবার ও আশ্রয় দিয়েছিল...
এটি আমাদের জন্য একটি কঠিন বছর ছিল। আমাদের সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
...এবং 2021 সালে, তারা রোগীদের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করেছিল এবং COVID-19 সম্পর্কে সচেতনতা শিবির পরিচালনা করেছিল

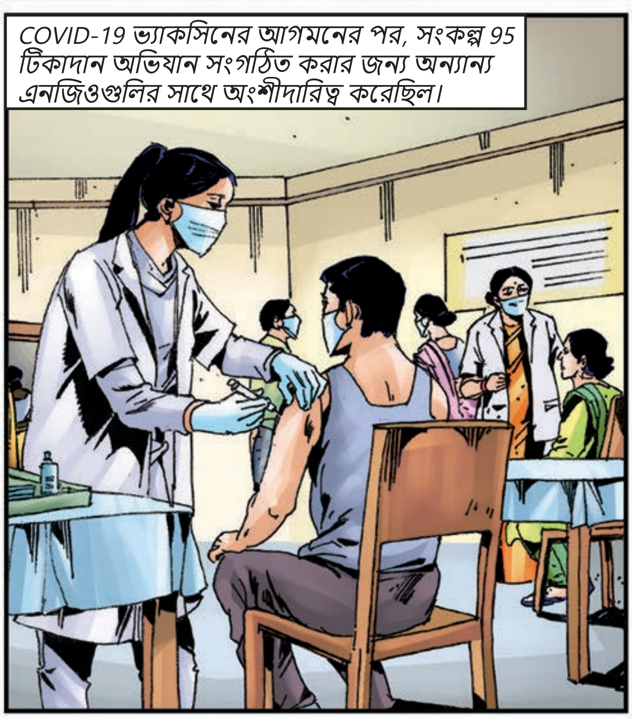
COVID-19 ভ্যাকসিনের আগমনের পর, সংকল্প 95 টিকাদান অভিযান সংগঠিত করার জন্য অন্যান্য এনজিওগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করেছিল।

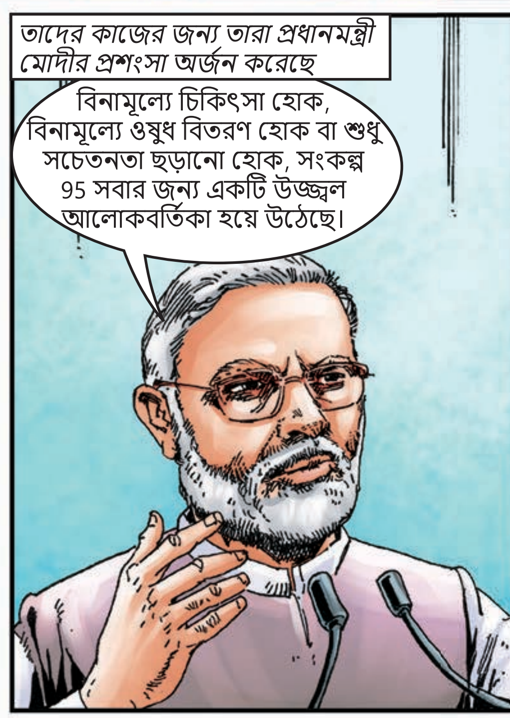
তাদের কাজের জন্য তারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা অর্জন করেছে
বিনামূল্যে চিকিৎসা হোক, বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ হোক বা শুধু সচেতনতা ছড়ানো হোক, সংকল্প 95 সবার জন্য একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে।

সরপঞ্চ বলবীর কৌর

* *গ্রামের প্রধান*

^*জম্মুর একটি গ্রাম*

গ্রামবাসীরা যখন বলবীর কৌরের প্রচেষ্টার কথা জানতে পারলো-
সরপঞ্চ, আমরা আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।
অনেক ধন্যবাদ!
কিছুদিন পর-
মনে হচ্ছে আমরা আমাদের গ্রামের প্রায় সব রাস্তাই স্যানিটাইজ করে ফেলেছি।
আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বহিরাগতদের এখানে আসা এবং গ্রামের মানুষকে সংক্রমিত করা থেকে বিরত রাখা।
PANCHAYAT TREVA
বলবীর কৌর শীঘ্রই পঞ্চায়েতের বৈঠক ডাকলেন।
লকডাউন ঘোষণা করা হতে পারে এবং আমি আশা করি আমাদের গ্রামবাসীরা শহর থেকে বাড়ি ফিরবে। তাদের এক সপ্তাহের জন্য আলাদা করে রাখার জন্য আমাদের একটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি করতে হবে।
কিন্তু কোথায়? পঞ্চায়েত অফিস আর কম্যুনিটি সেন্টারে তো সংস্কারের কাজ চলছে।
আমাদের গ্রামের ঠিক বাইরে আর্নিয়া সেক্টরে একটি জায়গা আছে, যাকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পরিণত করা যেতে পারে।

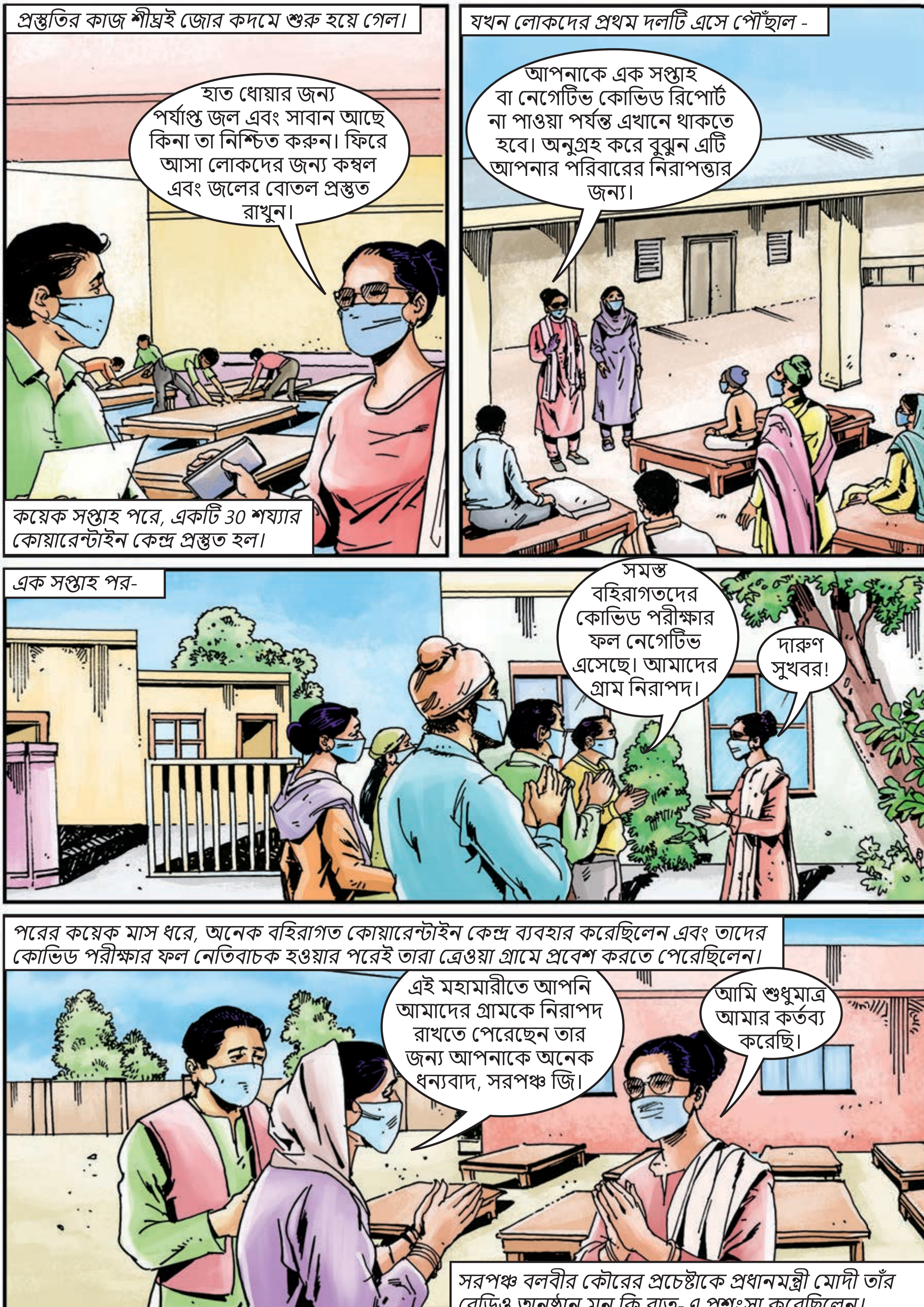
প্রস্তুতির কাজ শীঘ্রই জোর কদমে শুরু হয়ে গেল।
হাত ধোয়ার জন্য পর্যাপ্ত জল এবং সাবান আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। ফিরে আসা লোকদের জন্য কম্বল এবং জলের বোতল প্রস্তুত রাখুন।
কয়েক সপ্তাহ পরে, একটি 30 শয্যার কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র প্রস্তুত হল।
যখন লোকদের প্রথম দলটি এসে পৌঁছাল -
আপনাকে এক সপ্তাহ বা নেগেটিভ কোভিড রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। অনুগ্রহ করে বুঝুন এটি আপনার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য।
এক সপ্তাহ পর-
সমস্ত বহিরাগতদের কোভিড পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। আমাদের গ্রাম নিরাপদ।
দারুণ সুখবর!
পরের কয়েক মাস ধরে, অনেক বহিরাগত কোয়ারেন্টাইন কেন্দ্র ব্যবহার করেছিলেন এবং তাদের কোভিড পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হওয়ার পরেই তারা ত্রেওয়া গ্রামে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।
এই মহামারীতে আপনি আমাদের গ্রামকে নিরাপদ রাখতে পেরেছেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, সরপঞ্চ জি।
আমি শুধুমাত্র আমার কর্তব্য করেছি।
সরপঞ্চ বলবীর কৌরের প্রচেষ্টাকে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এ প্রশংসা করেছিলেন।

অজিত মোহন চৌধুরী

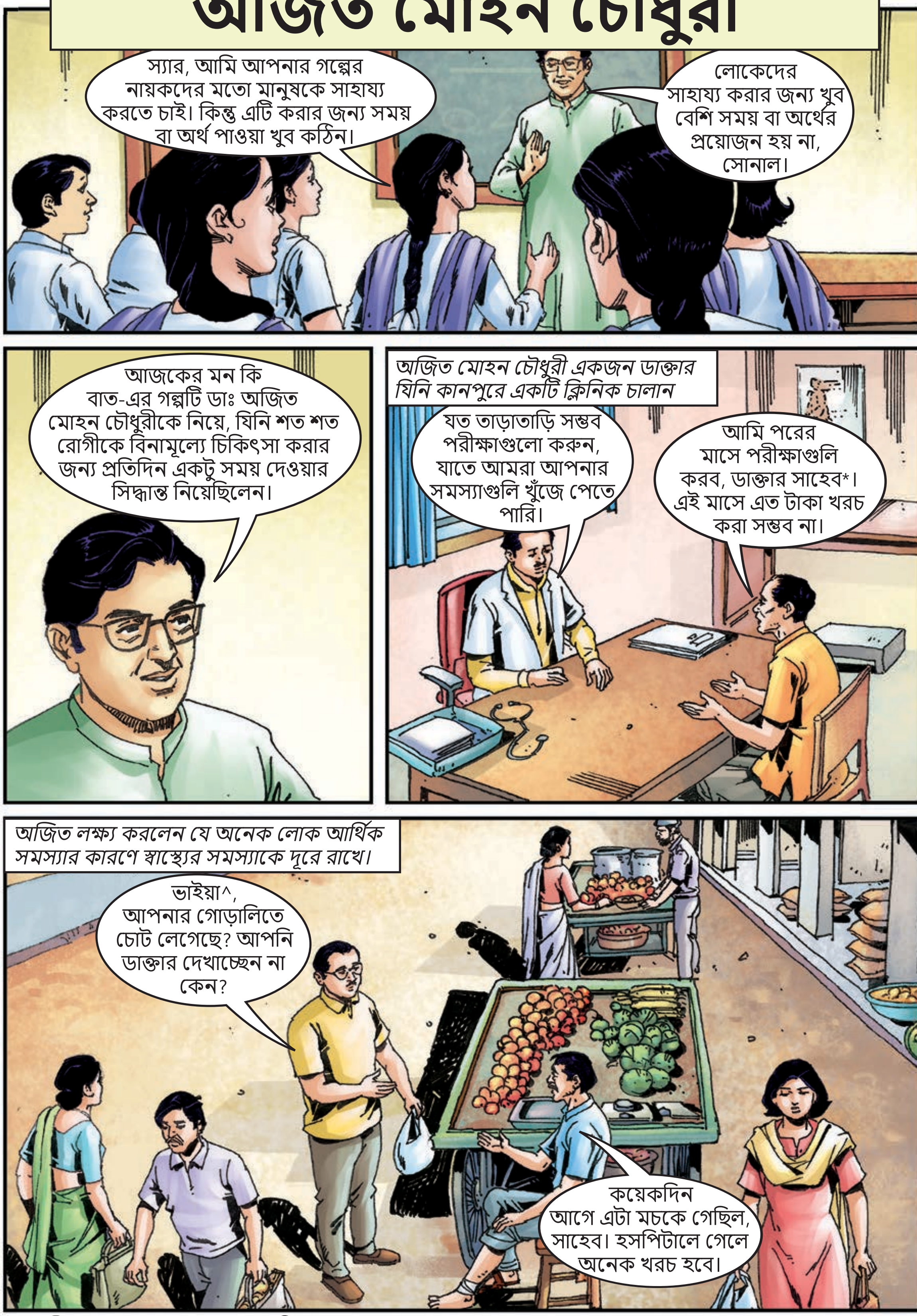

** সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করার একটি সম্মানজনক শব্দ*

^ভাই

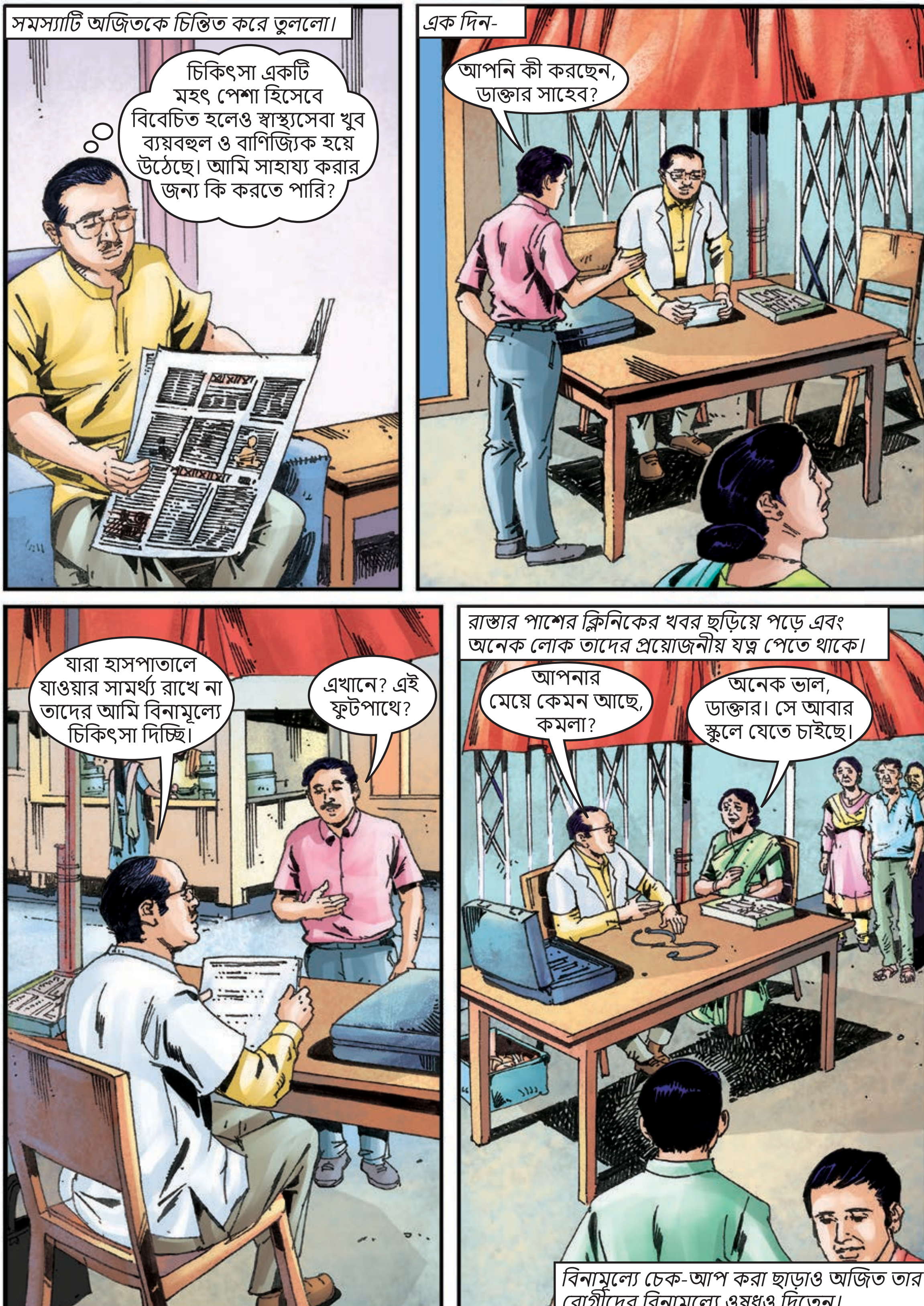
সমস্যাটি অজিতকে চিন্তিত করে তুললো।
চিকিৎসা একটি মহৎ পেশা হিসেবে বিবেচিত হলেও স্বাস্থ্যসেবা খুব ব্যয়বহুল ও বাণিজ্যিক হয়ে উঠেছে। আমি সাহায্য করার জন্য কি করতে পারি?
এক দিন-
আপনি কী করছেন, ডাক্তার সাহেব?
যারা হাসপাতালে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে না তাদের আমি বিনামূল্যে চিকিৎসা দিচ্ছি।
এখানে? এই ফুটপাথে?
রাস্তার পাশের ক্লিনিকের খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেক লোক তাদের প্রয়োজনীয় যত্ন পেতে থাকে।
আপনার মেয়ে কেমন আছে, কমলা?
অনেক ভাল, ডাক্তার। সে আবার স্কুলে যেতে চাইছে।
বিনামূল্যে চেক-আপ করা ছাড়াও অজিত তার রোগীদের বিনামূল্যে ওষুধও দিতেন।

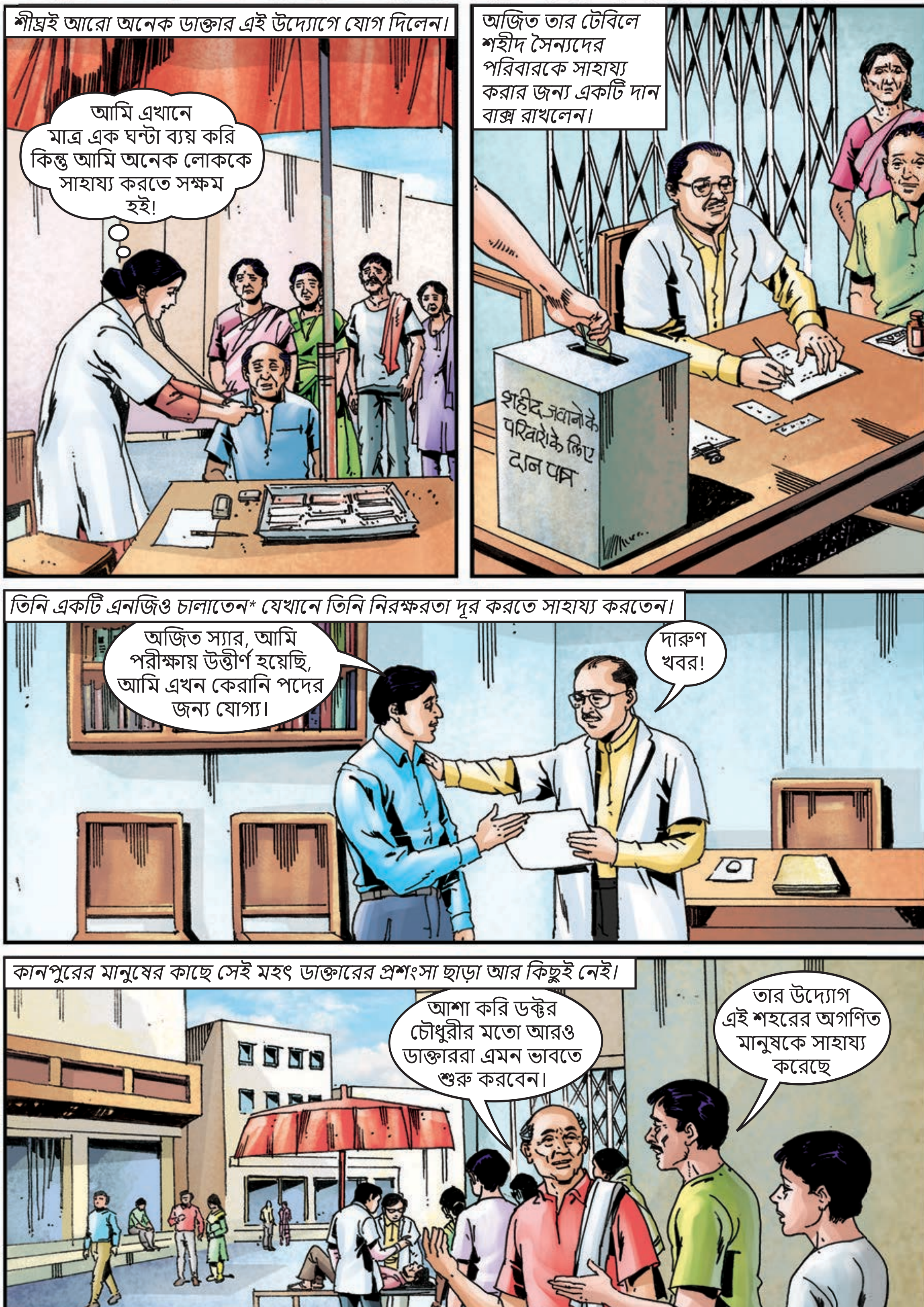

*বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

* জাতি সঙ্ঘ

^ছত্তিসগড়ের একটি শহর

*শহুরে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী

সইদুল লস্কর

* বড় দাদা

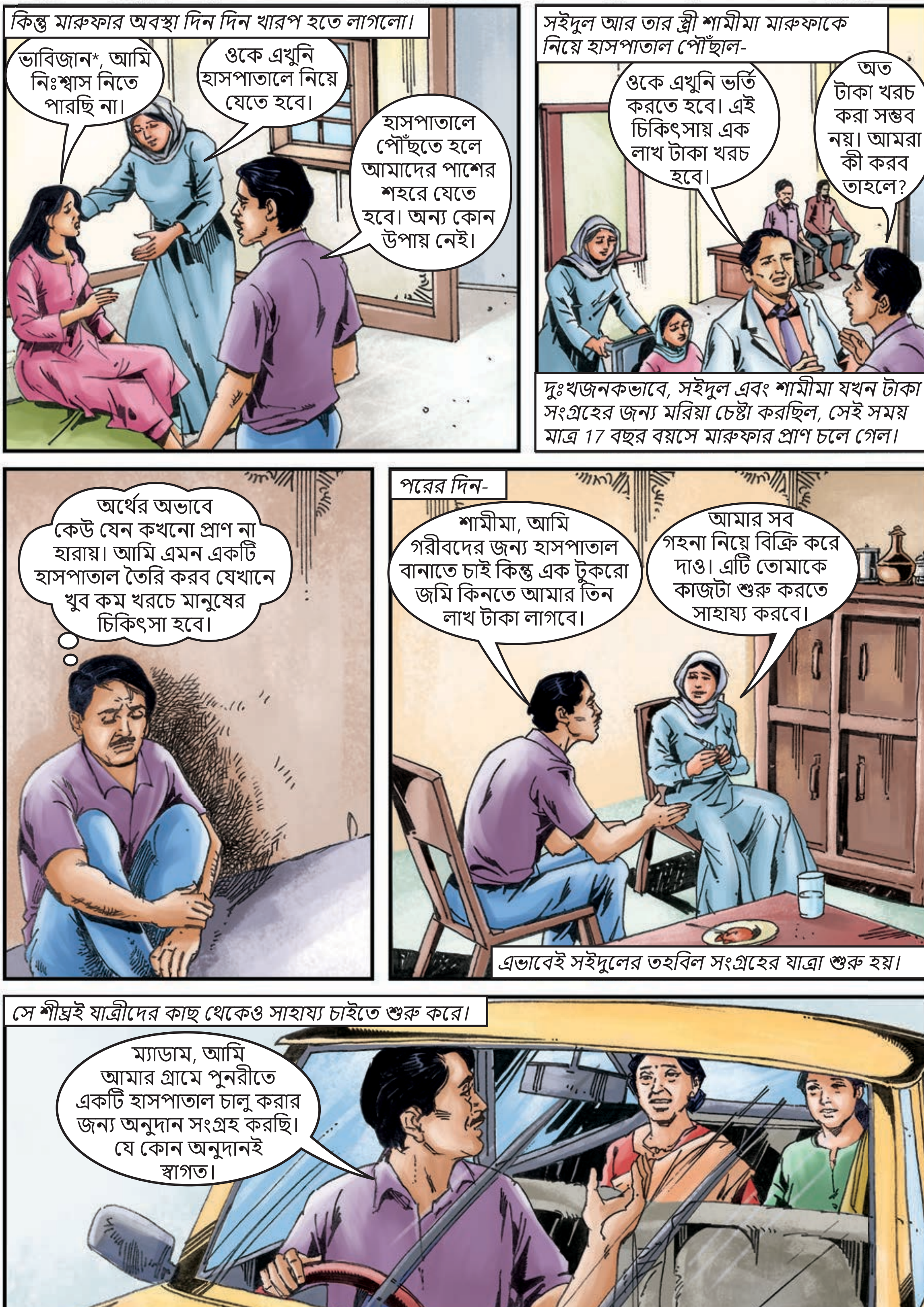
কিন্তু মারুফার অবস্থা দিন দিন খারপ হতে লাগলো।
ভাবিজান*, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না।
ওকে এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
হাসপাতালে পৌঁছতে হলে আমাদের পাশের শহরে যেতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।
সইদুল আর তার স্ত্রী শামীমা মারুফাকে নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছাল-
ওকে এখুনি ভর্তি করতে হবে। এই চিকিৎসায় এক লাখ টাকা খরচ হবে।
অত টাকা খরচ করা সম্ভব নয়। আমরা কী করব তাহলে?
দুঃখজনকভাবে, সইদুল এবং শামীমা যখন টাকা সংগ্রহের জন্য মরিয়া চেষ্টা করছিল, সেই সময় মাত্র 17 বছর বয়সে মারুফার প্রাণ চলে গেল।
অর্থের অভাবে কেউ যেন কখনো প্রাণ না হারায়। আমি এমন একটি হাসপাতাল তৈরি করব যেখানে খুব কম খরচে মানুষের চিকিৎসা হবে।
পরের দিন-
শামীমা, আমি গরীবদের জন্য হাসপাতাল বানাতে চাই কিন্তু এক টুকরো জমি কিনতে আমার তিন লাখ টাকা লাগবে।
আমার সব গহনা নিয়ে বিক্রি করে দাও। এটি তোমাকে কাজটা শুরু করতে সাহায্য করবে।
এভাবেই সইদুলের তহবিল সংগ্রহের যাত্রা শুরু হয়।
সে শীঘ্রই যাত্রীদের কাছ থেকেও সাহায্য চাইতে শুরু করে।
ম্যাডাম, আমি আমার গ্রামে পুনরীতে একটি হাসপাতাল চালু করার জন্য অনুদান সংগ্রহ করছি। যে কোন অনুদানই স্বাগত।

*বৌদি

এখন এই 100 টাকা নিন এবং আমাকে আপনার ফোন নম্বর দিন। আমি যখন চাকরি পাব তখন আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করব এবং তখন আরও সাহায্য করতে পারব।
ধন্যবাদ, ম্যাডাম!
যাত্রী ছিলেন 23 বছর বয়সী সৃষ্টি ঘোষ, যিনি কয়েক বছর পরে সইদুলকে তার প্রথম মাসের পুরো বেতন 25,000 টাকা দিয়েছিলেন।
সইদুল পরের 12 বছর ধরে ভ্রমণকারী, গ্রামবাসী এবং কিছু এনজিওর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ চালিয়ে যান। অবশেষে, 2018 সালে সৃষ্টির হাত দিয়ে মারুফা স্মৃতি ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন উদ্বোধন করা হয়।
তালি তালি তালি
এটি খুব সম্মানের।
আপনি আমাদের কাছে মারুফার জায়গা নিয়েছেন।
হাসপাতালটি নির্মাণে সাইদুল এখন পর্যন্ত ৩৬ লাখ টাকা ব্যয় করেছেন।
গ্রাউন্ড ফ্লোরটি হবে বহির্বিভাগ এবং একতলাটিতে হবে প্যাথলজিল্যাব।
একটি ওয়েলফেয়ার সংস্থা থেকে আমরা একটি এক্স-রে মেশিন এবং একটি ইইজি মেশিন পেয়েছি।
এটা আশ্চর্যজনক যে কত লোক সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে
সইদুল তার হাসপাতালে আরও সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলার জন্য তহবিল সংগ্রহ করে চলেছেন, যার একমাত্র লক্ষ্য হল-
আমি পুনরীর আশেপাশের 100টি গ্রামের মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাই।
প্রধানমন্ত্রী মোদির রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত-এও তাঁর প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে।

নলিনী সিং

*হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা

^নি-শেষ, ক্ষয়-টিবি, মিত্র-বন্ধু

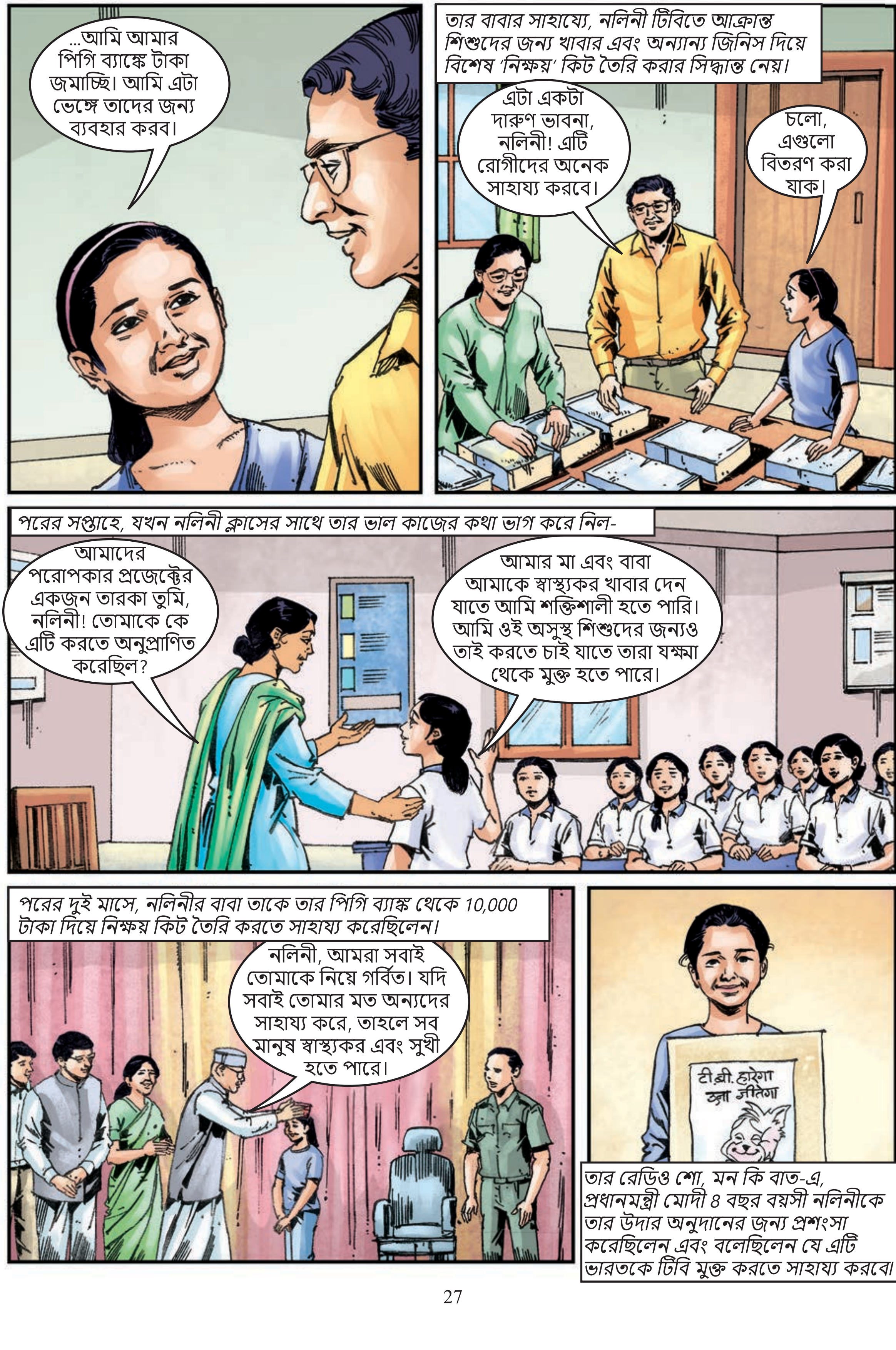
...আমি আমার পিগি ব্যাঙ্কে টাকা জমাচ্ছি। আমি এটা ভেঙ্গে তাদের জন্য ব্যবহার করব।
তার বাবার সাহায্যে, নলিনী টিবিতে আক্রান্ত শিশুদের জন্য খাবার এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে বিশেষ 'নিক্ষয়' কিট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
এটা একটা দারুণ ভাবনা, নলিনী! এটি রোগীদের অনেক সাহায্য করবে।
চলো, এগুলো বিতরণ করা যাক।
পরের সপ্তাহে, যখন নলিনী ক্লাসের সাথে তার ভাল কাজের কথা ভাগ করে নিল-
আমাদের পরোপকার প্রজেক্টের একজন তারকা তুমি, নলিনী! তোমাকে কে এটি করতে অনুপ্রাণিত করেছিল?
আমার মা এবং বাবা আমাকে স্বাস্থ্যকর খাবার দেন যাতে আমি শক্তিশালী হতে পারি। আমি ওই অসুস্থ শিশুদের জন্যও তাই করতে চাই যাতে তারা যক্ষ্মা থেকে মুক্ত হতে পারে।
পরের দুই মাসে, নলিনীর বাবা তাকে তার পিগি ব্যাঙ্ক থেকে 10,000 টাকা দিয়ে নিক্ষয় কিট তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন।
নলিনী, আমরা সবাই তোমাকে নিয়ে গর্বিত। যদি সবাই তোমার মত অন্যদের সাহায্য করে, তাহলে সব মানুষ স্বাস্থ্যকর এবং সুখী হতে পারে।
टी.बी. हारेगा
देश जीतेगा
তার রেডিও শো, মন কি বাত-এ, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৪ বছর বয়সী নলিনীকে তার উদার অনুদানের জন্য প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এটি ভারতকে টিবি মুক্ত করতে সাহায্য করবে।

লক্ষ্মীকুট্টি

* একটি গ্রাম যার অর্থ স্বর্ণ শিখর

^যিনি সন্তান জন্মদানে সহায়তা করার জন্য প্রশিক্ষিত

একদিন স্কুলে যাওয়ার পথে-
উঃ! লক্ষ্মী, আমাকে একটা মাকড়সা কামড়াল! আমি ওটাকে মেরে ফেলব।
না, মাথন! কামড়ের ক্ষত সারাতে আমাকে কিছু নিম পাতা এবং হলুদ খুঁজে আনতে দাও। তারপর প্রার্থনা করো এবং মাকড়সাটা কে যেতে দাও।
লক্ষ্মীকে অষ্টম শ্রেণীতে স্কুল ছাড়তে হয় কিন্তু সে ভেষজ চিকিৎসা শিখতে থাকে।
লক্ষ্মীকুট্টির বয়স যখন 16, তখন তিনি মাথানকে বিয়ে করেন। তাদের তিন পুত্র ছিল ধরনেন্দ্রন, লক্ষ্মণন এবং শিব প্রসাদ
আমাদের ছেলেদের ভালো শিক্ষা দিতে হবে। তারা যেন চিরকাল এই বনে না থাকে।
1995 সালে, তিনি কানি উপজাতির নিরাময় অনুশীলনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কেরালা সরকারের কাছ থেকে নাটু বৈদ্য রত্ন পুরস্কার পান।
আমাদের উপজাতি ঔষধি গাছ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। আমি যা জানি সব আমার মা আমাকে শিখিয়েছেন। আমি আমার জ্ঞান ভাগ করতে পেরে খুশি।
2005 সালে, লক্ষ্মীর বড় ছেলে ধরনেন্দ্রন, বন মন্দিরের কাছে একটি হাতি দ্বারা পদদলিত হয়।
জলদি! একে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।
এই গভীর জঙ্গলে কোন সাহায্য পাওয়া অসম্ভব, লক্ষ্মী।
ধরনেন্দ্রন মারা যায়।
এর কিছু দিন পরে, লক্ষ্মী তার কনিষ্ঠ পুত্র শিব প্রসাদকে সাপের কামড়ে হারান। সেই রাতে-
এত ভারী বৃষ্টিতে আমরা বনের ভেতর দিয়ে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারব না। 1952 সালে তারা যে রাস্তাগুলি তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যদি তা তারা তৈরি করত!

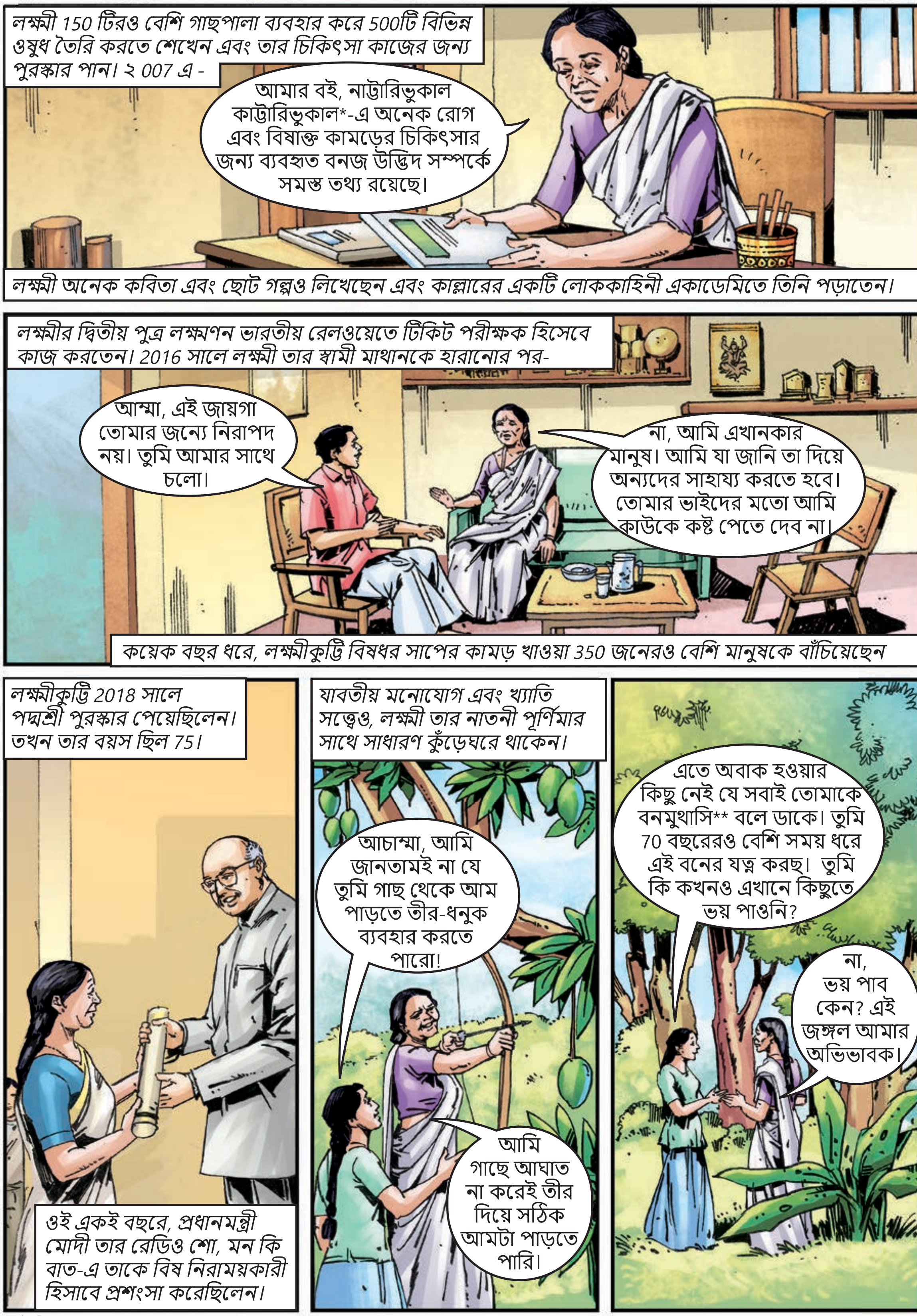

* ঐতিহ্যগত জ্ঞান,জঙ্গলের জ্ঞান
^মালায়ালম ভাষায় ঠাকুমা

**জঙ্গলের ঠাকুমা

রামা সুব্বা রেড্ডি

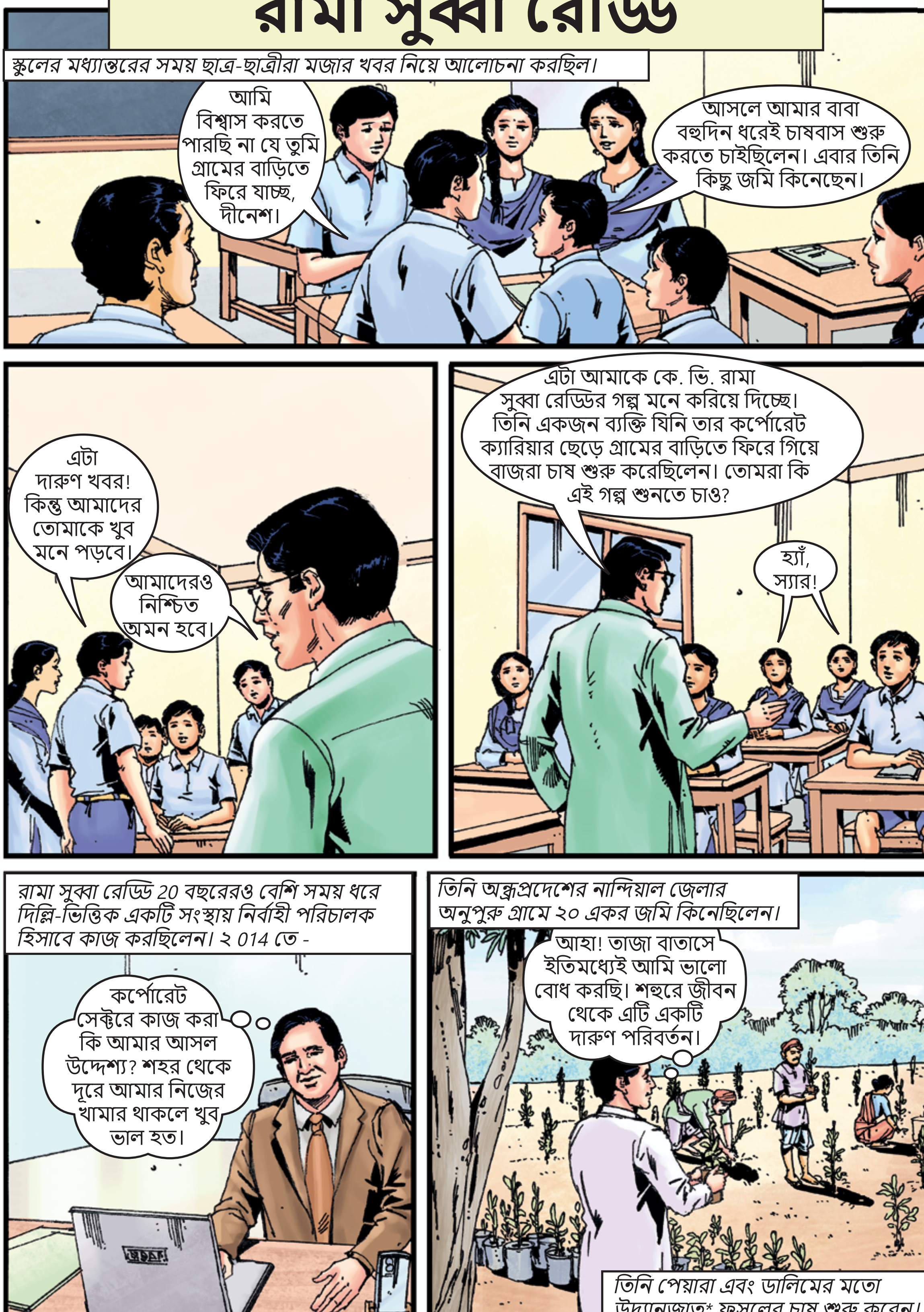

*কৃষিরএকটি শাখা যা প্রধানত ফল ও সবজি নিয়ে কাজ করে

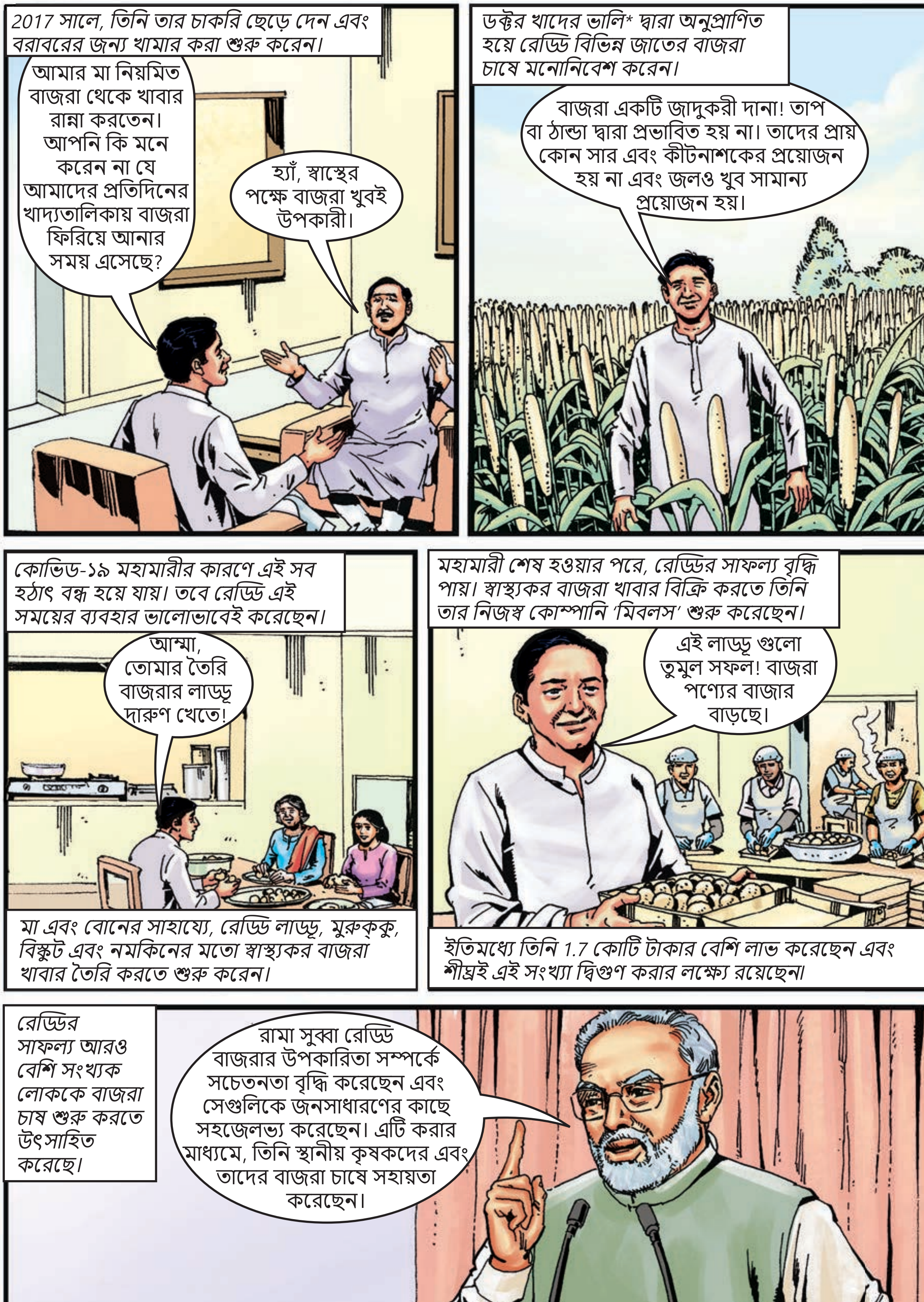

*একজন খাদ্য বিজ্ঞানী যিনি খাদ্যগুণ বৈশিষ্ট্য সহ পাঁচটি মিলেটকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন

মন কি বাত

অধ্যায়- 7

“একটি জাতির সমৃদ্ধি তার জনগণের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। মন কি বাত-এর সপ্তম অধ্যায় আমাদের কাছে এমন কিছুগল্প নিয়ে আসে যেখানে নাগরিকদের ছোট উদ্যোগ তাদের আশেপাশের লোকদের মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি বিশাল পরিবর্তন ঘটে।

“উত্তরাখণ্ডের একজন নার্স, পুনম নৌটিয়াল, COVID-19-এর সময় টিকা কেন্দ্রে পৌঁছাতে পারেনি এমন লোকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য ভ্রমণ করে তার এলাকায় 100% টিকাদানের হার অর্জন করেছেন।

কেরালার কানি উপজাতির লক্ষ্মীকুট্টি তার ঐতিহ্যগত ওষুধের জ্ঞান ব্যবহার করে সাপের কামড় নিরাময়ের মাধ্যমে 350 জনেরও বেশি মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন।

নলিনী সিং এবং দিকর সিং মেওয়ারি যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্য করার জন্য ‘নিক্ষয় মিত্র’ হয়েছিলেন।

সারা দেশের এগারোটি গল্প আমাদের বলে যে কীভাবে একটি দায়িত্বশীল পদক্ষেপ আমাদের সমস্ত জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

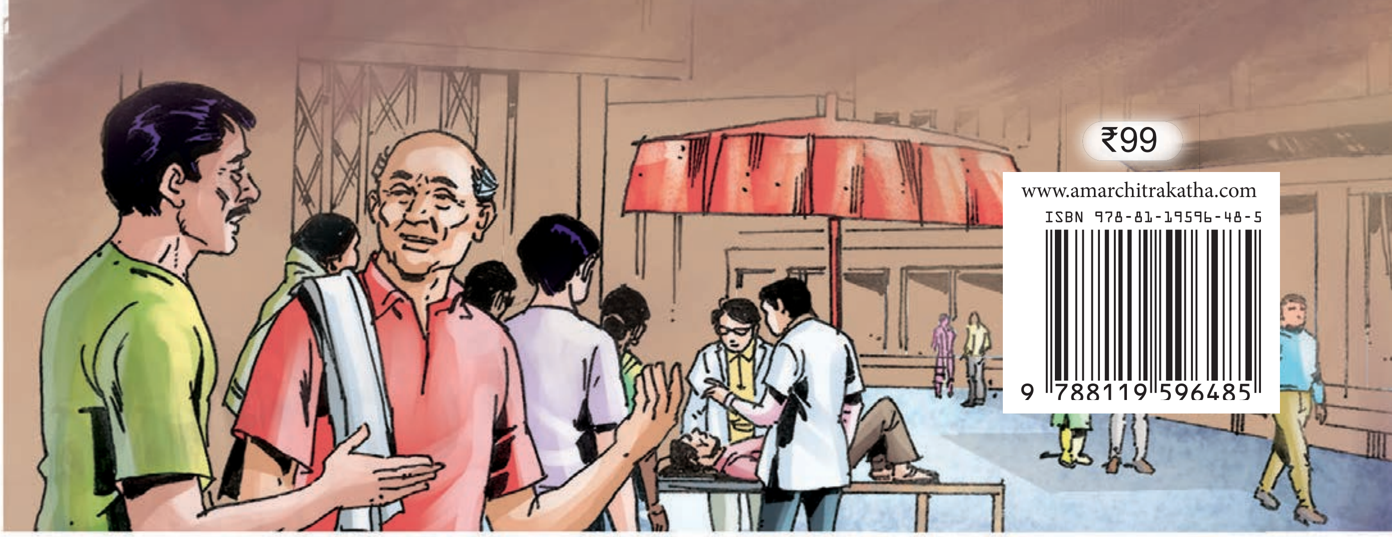

₹99

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-81-19596-48-5